তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৭৯

**বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের জামালপুর আইনজীবী**

**সমিতি শাখার আহ্বায়কের মৃত্যুতে আইনমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৪ পৌষ (২৯ ডিসেম্বর) :

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের জামালপুর আইনজীবী সমিতি শাখার আহ্বায়ক এইচ. আর. জাহিদ আনোয়ারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

জাহিদ আনোয়ার আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি জামালপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ছাড়াও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সাবেক সদস্য ছিলেন।

#

রেজাউল/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২২৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৭৮

**বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও উজবেকিস্তান স্টেট ইউনিভার্সিটি**

**অভ্‌ ওয়ার্ল্ড ল্যাংগুয়েজের রেক্টরের মধ্যকার বৈঠক**

তাসখন্দ (উজবেকিস্তান), ২৯ ডিসেম্বর :

উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এবং উজবেকিস্তান স্টেট ইউনিভার্সিটি অভ্‌ ওয়ার্ল্ড ল্যাংগুয়েজের রেক্টর ড. ইললমজন তুখতাসিনভ এর মধ্যে আজ একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস রেক্টর প্রফেসর ড. নাসিরভ আবদুআলিম এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. খুসানবর ইউলডাসেভ।

রাষ্ট্রদূত ড. ইসলাম বাংলাদেশ-উজবেকিস্তানের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে দু'দেশের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুপ্রতিম এ সম্পর্ককে আরো মজবুত ও শক্তিশালী করতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময় ও আদান প্রদানের ওপর জোর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাচুর্যতা ও বৈচিত্র্যতার কথা উল্লেখ করে তা উজবেকিস্তানে প্রচার, প্রসার ও বিকাশের জন্য তিনি রেক্টরের আন্তরিক সমর্থন কামনা করেন। এর মধ্য দিয়ে দু'দেশের জনগণের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও বোঝাপোড়া আরো সহজ, সরল ও সাবলীল হবে বলে রাষ্ট্রদূত যোগ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ‘অমর একুশের’/ ‘মহান ভাষা দিবসের’ ইতিহাস ও তাৎপর্যের ওপর আলোকপাত করে বলেন যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সমগ্র বিশ্বে পালিত হচ্ছে। বিশ্ব শান্তি, সংহতি ও সম্প্রীতি তথা বহুভাষা ও সংস্কৃতিকে লালন ও বিকাশে এ দিবসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় তা যথাযথ মর্যাদার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করা যেতে পারে বলে রাষ্ট্রদূত অভিমত প্রকাশ করেন।

রেক্টর ড. তুখতাসিনভ বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও স্বীকৃতির বর্ণনা দিয়ে উজবেক ভাষায় অনুদিত বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক ও দলিলের কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্য-কর্ম উজবেক ভাষায় অনুবাদ করার বিষয়ে তিনি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে, বিশেষ করে মহান ভাষা দিবস পালনে তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্র বিনিময়সহ ভাষা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার ব্যাপারে তিনি ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।

#

সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী    নম্বর: ২১৭৭

**কেউ অপরাধ করলে প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে**

 **-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ পৌষ (২৯ ডিসেম্বর):

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কাউকে বা কোনো রাজনৈতিক দলকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কেউ অপরাধ করলে দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার আকছিনা বাজার মাঠে এক জনসভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

নিজ নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা  ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। আপনাদের প্রতিনিধি ভবিষ্যৎ দেখাবে। বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন ভন্ডুল করার জন্য সারাবিশ্বে টাকা ছড়াচ্ছে এবং দেশের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে- এই মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, যখনই ভোট হয় তখনই বিএনপি-জামায়াত বলে আমরা ভোট করব না। কারণ, বিএনপি-জামায়াত বাংলাদেশের উন্নয়ন চায় না। দেশের মানুষ সুখে-শান্তিতে থাকুক সেটা চায় না।

এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে কসবা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল কাওসার ভূঁইয়া ও কসবা পৌরসভার মেয়র গোলাম হাক্কানিসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৭৬

**টিআইবি মাঝেমাঝে রাজনৈতিক দলের মতো বিবৃতি দেয়**

 **- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ পৌষ (২৯ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবির মতো সিভিল সোসাইটি অর্গাইনাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু সংস্থাটি মাঝেমাঝে রাজনৈতিক দলের মতো বিবৃতি দেয়।’

আজ চট্টগ্রামে এক বিবৃতিতে মন্ত্রী এ কথা বলেন। টিআইবি’র সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন ভিত্তি করে গণমাধ্যমে ‘আওয়ামী লীগের ৮৭ শতাংশ প্রার্থী কোটপতি’ শিরোনামে সংবাদ এলে তথ্যমন্ত্রী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, গ্রামেও ৫ কাঠা জমির দাম ১ কোটি টাকা, আর ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে ১ কোটি টাকার নিচে জমি নাই। অর্থাৎ দেশে বহু মানুষই কোটিপতি। এ নিয়ে টিআইবি আবার ব্যাখ্যা দিলে মন্ত্রী তার বিবৃতিতে বলেন, ‘জনগণ টিআইবি’র কথায় বিভ্রান্ত হয়নি। আমার বিশ্লেষণে তারা ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, “কোটিপতি” শব্দটি এখন বিশেষ কোনো ভার বহন করে না।’

পদ্মা সেতুতে কল্পিত দুর্নীতি নিয়ে টিআইবি’র নানা বিবৃতির কথা স্মরণ করিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন করবে না জানানোর পর টিআইবি বলেছিলো- বিকল্প উৎস হতে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন করতে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা (দুর্নীতির অভিযোগ থেকে) দৃষ্টি সরানোর উপায় বলে মনে হতে পারে এবং যদি এই সিদ্ধান্ত সফলও হয় তাতেও সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে না।

আবার তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনের পদত্যাগের পরেও টিআইবি মন্তব্য করেছিলো যে -এখন অনেক দেরি হয়ে গেল, কয়েক মাস আগে বিশ্বব্যাংক যখন দুর্নীতির অভিযোগ আনলো তখনই পদত্যাগ হওয়া উচিত ছিল। অথচ পরে কানাডার ফেডারেল আদালতে প্রমাণ হয়েছে, পদ্মাসেতু নিয়ে কোনো দুর্নীতি হয়ইনি। অর্থাৎ টিআইবি’র এসব বিবৃতি ছিলো ভিত্তিহীন, মনগড়া।

করোনা মহামারির সময়ও টিআইবি একের পর এক বিবৃতি দিয়েছে, যার অনেকগুলোই পরে ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘দুর্নীতির নানা কল্পিত চিত্রের পাশাপাশি টিআইবি বলেছিল, দেশের ৭ দশমিক ৮ ভাগ মানুষ অর্থাৎ প্রায় দেড় লাখ মানুষ না কি করোনায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। অথচ এ সময় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ৩০ হাজারেরও কম।’

পূর্ব উদাহরণ দিয়ে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘২০১৫ সালে টিআইবি আমাদের মহান জাতীয় সংসদকে “পুতুল নাচের নাট্যশালা” বলেছিল। আর তারা পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যার বিরূদ্ধে কোনো বিবৃতি দেয় না, অথচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কেউ কিল-ঘুষি খেলে বিবৃতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এগুলো রাজনৈতিক দলের মতো আচরণ।’

একইসাথে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘দেশে গণতন্ত্রকে সংহত করতে, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন ও সুশাসনের জন্য টিআইবি’র মতো প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতিবেদন-বিবৃতি যেন একপেশে তথ্যনির্ভর ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয় সেটিই প্রত্যাশা।’

#

আকরাম/সায়েম/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭৪০ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৭৫

**জাতীয় প্রবাসী** **দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ পৌষ (২৯ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের স্বীকৃতির পাশাপাশি তাদেরকে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে আরো সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এবছর থেকে ৩০ ডিসেম্বরকে ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস’ ঘোষণা করা হয়েছে। ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩’ এর প্রতিপাদ্য ‘প্রবাসীদের কল্যাণ, মর্যাদা-আমাদের অঙ্গীকার; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস’ উদ্‌যাপনের এ শুভ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী এবং কর্মরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন, বৈদেশিক সহায়তা এবং কূটনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করতে প্রবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে বিশ্বের ১৭০টিরও বেশি দেশে বিপুল সংখ্যক অনাবাসী বাংলাদেশি এবং শ্রম অভিবাসনের আওতায় বাংলাদেশি কর্মী অবস্থান করছেন।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রবাসী বাংলাদেশিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আমি তাদের অবদান আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রবাসী ভাইবোনেরা প্রতিবছরে গড়ে প্রায় ১৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিলো ২১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকার সেবা প্রদান ডিজিটাল ও সহজতর করেছে। সুষ্ঠু, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রবাসীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছে ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। আমাদের সরকার প্রবাসী ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের সার্বিক কল্যাণে ২০১০ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত, গ্রীস, বাহরাইন এবং সৌদি আরবে বাংলাদেশের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী স্কুল পরিচালনায় ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও রেমিট্যান্স প্রেরণ, শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও দেশীয় পণ্য আমদানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৮ সাল থেকে আমাদের সরকার প্রতিবছর অনিবাসী বাংলাদেশিদের বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) সম্মাননা প্রদান করছে।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের বিশেষায়িত নেটওয়ার্ক, বিনিয়োগ ও দক্ষতার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নে যেন আরো বহুমাত্রিক ভূমিকা রাখতে পারেন সেলক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা ‘জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি, ২০২৩’ প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেছি। দেশের সঙ্গে প্রবাসীদের আরো নিবিড় ও অর্থবহ সংযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস’ ঘোষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি আশা করি, আমাদের সরকারের এই উদ্যোগে প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজেদের আরো বেশি সম্মানিত বোধ করবেন।

আমি ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জুলফিকার/রবি/কলি/আলী/শামীম/২০২৩/১১২৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৭৪

**জাতীয় প্রবাসী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ পৌষ (২৯ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘প্রবাসীদের কল্যাণ, মর্যাদা- আমাদের অঙ্গীকার; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি এবং সঠিক ও সময়োপযোগী কূটনৈতিক তৎপরতায় স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবাসীরা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহান মুক্তিযুদ্ধেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিদেশের মাটিতে জনমত সৃষ্টিসহ মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন। আজও তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সাফল্যের সাথে সর্বাঙ্গীণভাবে সম্পৃক্ত। প্রবাসীরা বিভিন্ন মানবহিতৈষী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছেন। প্রবাসী এবং অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভকে মজবুত এবং অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

সরকার প্রবাসীদের জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রেক্ষিতে প্রবাসীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করাসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করতে ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস’ পালন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। অভিবাসী বাংলাদেশি ও অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহীত নানাবিধ কর্মসূচি এবং একটি ডায়াসপোরা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ‘রূপকল্প ২০২১’ এর সফল বাস্তবায়নের পথ পরিক্রমায় ‘রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরে দেশের জনগণের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস’
উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে প্রবাসে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ এবং প্রবাসী সংগঠনগুলো বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের সাফল্যগাঁথা উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জুলফিকার/রবি/কলি/আলী/শামীম/২০২৩/১১২৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ